ভূমিকা

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ঐচ্ছিক পাঠক্রম ৪টি পত্রে বিন্যস্ত। দ্বিতীয় পত্রের অন্তর্গত খ-২ পর্যায়। এই পর্যায়ের আলোচ্য বিষয় বংলা কবিতার অলংকার। আলোচনার মূল বিভাগ দুটি—অলংকারের পরিচয় আর অলংকার-নির্ণয়। পরিচয় পর্বটি সম্পূর্ণ হয়েছে তিনটি এককে, নির্ণয় পর্বের জন্য বরাদ্দ হয়েছে পুরো একটি একক। এই চারটি থেকে গোটা পর্যায়টি বিভক্ত। প্রতিটি এককের আশ্রিত বিষয়বস্তু এইরকম ঃ

- **একক ৩৭ ঃ** এই এককে কবিতার অলংকার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাটুকু শিক্ষার্থীর মনে সহজে তৈরি করে দেবার জন্য 'অলংকার' কথাটির চেনা অর্থের সঙ্গো কবিতার অলংকারের অচেনা অর্থের সংযোগটি দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গো অতি সংক্ষেপে জানানো হল প্রাচীন ভারতের অলংকার ভাবনার কথা, অলংকারের তাৎপর্য নিয়ে কথা, আর অলংকারের মূল বিভাগের কথা।

- **একক ৩৮ ঃ** অলংকারের দুটি মূল বিভাগের একটি শব্দালংকার। শব্দালংকার এই এককের বিষয়। **'শব্দ'** কথাটির দুটি অর্থের (ধ্বনি, অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টি) মধ্যে একমাত্র ধ্বনির মাধুর্যই যে শব্দালংকার, আবশ্যকমতো উদাহরণের সাহায্য নিয়ে তার আলোচনা এখানে করা হল। এরপর সবচেয়ে বেশি ব্যবহারযোগ্য চারটি শব্দালংকারের (অনুপ্রাস-যমক-শ্লেষ-বক্রোক্তি) বিশদ বিশ্লেষণ করা হল সংজ্ঞায়, উদাহরণে ব্যাখ্যায়।

- **একক ৩৯ ঃ** অলংকারের বড়ো বিভাগটির নাম অর্থালংকার। বড়ো বলেই বিষয়টিকে তিনটি ভাগে ভাগ করে তার বিশদ আলোচনা করে দেওয়া হল এই এককে। প্রথমভাগে অর্থালংকারের কথা সাধারণভাবে, পরের দুটি ভাগে অর্থালংকারের পাঁচটি শ্রেণির কথা বিশেষভাবে তুলে ধরা হল। এই পাঁচটি শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হল এগারোটি অলংকার—সাদৃশ্যমূলক 'উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা-সমাসোক্তি-অতিশয়োক্তি-ব্যতিরেক' বিরোধমূলক 'বিরোধাভাস', শৃঙ্খলামূলক 'একাবলি', ন্যায়মূলক 'অর্থান্তরন্যাস', গূঢ়ার্থপ্রতীতিমূলক 'ব্যাজস্তুতি-স্বভাবোক্তি'।

- **একক ৪০ ঃ** প্রথম তিনটি এককে থেকে বাংলা কবিতার বাছাই-করা পনেরোটি অলংকারের পরিচয় শিক্ষার্থীরা পাবেন। এই তাত্ত্বিক পরিচয়টুকু প্রয়োগ করে তাঁরা যাতে নিজেরাই অলংকৃত কবিতার অন্তর্গত অলংকারটি খুঁজে নিতে পারেন, সেই লক্ষ্য নিয়ে অলংকার-নির্ণয়ের পদ্ধতি, কিছু কিছু সমস্যার সমাধান-সূত্র এবং অলংকার-চর্চার প্রয়োজনে ৪৫টি উদাহরণ নানা কবিতা থেকে উদ্ধার করে এই এককটিতে সাজিয়ে দেওয়া হল।

এই পর্যায়ের এককগুলি তৈরি করতে এই ৩টি বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে ঃ

১. অলংকার চন্দ্রিকা ঃ শ্যামাপদ চক্রবর্তী।

২. বাঙলা অলঙ্কার ঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায়।

৩. বাংলা কবিতার অলংকার ঃ সুধীন্দ্র দেবনাথ।

একক ৩৭ ❒ অলংকার

গঠন

৩৭.১ উদ্দেশ্য
৩৭.২ প্রস্তাবনা
৩৭.৩ মূলপাঠ
৩৭.৪ সারাংশ
৩৭.৫ অনুশীলনী

৩৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মনোযোগের সঙ্গো পড়লে—

- বাংলা কবিতার অলংকার বলতে কী বোঝায়, এ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা আপনার মনে তৈরি হবে।
- কাব্যের অলংকার নিয়ে ভারতীয় আলংকারিকদের ধারাবাহিক চিন্তাভাবনা বিষয়ে আরও বিশদভাবে জানবার জন্য আপনি আগ্রহী হবেন।
- কবিতার অলংকারের মূল বিভাগ এবং তাদের ভেতরকার সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্পর্কে আপনি একটি প্রাথমিক ধারণা তৈরি করতে পারবেন।

৩৭.২ প্রস্তাবনা

কবিতার সৌন্দর্য অনুভব করার পাশাপাশি উৎসুক পাঠকের, আগ্রহী শিক্ষার্থীর অতিরিক্ত দায়িত্ব সেই সৌন্দর্যের রহস্য কী, তা ধাপে ধাপে বুঝে নেবার চেষ্টা। এর প্রথম ধাপ কবিতায় অলংকার সন্ধান। ভারতীয় অলংকার চর্চার ধারা থেকেই বাংলা কবিতার অলংকারের ভাবনা এসেছে, আবশ্যক পরিভাষা নেওয়া হয়েছে প্রাচীন অলংকারশাস্ত্র থেকেই। অলংকার সম্পর্কে আপনার মনে প্রাথমিক ধারণাটুকু তৈরি করে দেবার জন্য যেটুকু আবশ্যক, সংক্ষেপে তাই করা হল একক ৩৭-এ।

৩৭.৩ মূলপাঠ

সংস্কৃত 'অলম'-এর একটি অর্থ 'ভূষণ' বা সাজসজ্জা। 'অলংকার' তাহলে সাজসজ্জার কাজ। শরীরের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য শরীরকে সাজানো হয় গয়না দিয়ে, তাই গয়না শরীরের অলংকার। রচনাকে সুন্দর করার জন্য যে আয়োজন, তাও অলংকার। সেই অলংকারে সাজানো হলে তবেই কোনো রচনা হবে কাব্য।

ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্রে' অলংকারের উল্লেখ হয়েছিল দু-হাজার এক-শ বছর আগে—উপমা দীপক রূপক যমক, এই চারটি অলংকার। ভারতবর্ষে অলংকার-চর্চার এই হল সূচনা। দেড় হাজার বছর আগে থেকে শুরু

হয়েছিল অলংকার নিয়ে নানা বিতর্ক। ছ-শতকের আচার্য দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শে' ভরতমুনির চারটি অলংকার বেড়ে হল ছত্রিশটি। তাঁর মতে, যেসব ধর্ম কাব্যে শোভা এনে দেয় তার নাম অলংকার ('কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলঙ্কারান্ প্রচক্ষতে')। সাত-শতকেরক আচার্য ভামহের 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থের বক্রোক্তি-তত্ত্ব পেরিয়ে যখন আট শতকে পৌঁছই, তখন দেখি, বামনাচার্য অলংকার সম্পর্কে একটি মূল্যবান সূত্র নির্দেশ করছেন তাঁর 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি' গ্রন্থে—কোনো রচনা মানুষের কাছে উপাদেয় এবং কাব্য বলে গ্রাহ্য হয় অলংকারের জন্যই, আর সৌন্দর্যই হচ্ছে সেই অলংকার ('কাব্যং গ্রাহ্যং হ্যলঙ্কারৎ। সৌন্দর্যমলঙ্কারঃ')। বামনাচার্যের এই সূত্রটি আজকের বাংলা কবিতার অলংকার বুঝতেও অত্যন্ত জরুরি। সংস্কৃত কাব্যের অলংকার নিয়ে আলোচনা পাল্টা আলোচনা চলেছে সতেরো-শতক পর্যন্ত। বামনাচার্যের সূত্রটি ক্রমশ দুটি মাত্রা পেল—এক, অলংকার কাব্যের সাধারণ (আত্মভূত) সৌন্দর্য ; দুই অলংকার কাব্যের বিশেষ (অঙ্গাভূত) সৌন্দর্য। চৌদ্দ-শতকের বিশ্বনাথ কবিরাজ অলংকারের এই দ্বিতীয় মাত্রাটি ধরে ছিয়াত্তরটি অলংকারের আলোচনা করলেন তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে।

সেই অর্থ ধরেই বাংলা কবিতায় অলংকারের সন্ধান কিছুকাল ধরে চলছে। এখানে আমরাও তাই করব—বাংলা কবিতা থেকে আবশ্যকমতো উদাহরণ সংগ্রহ করে অলংকার নির্ণয় করে যাব। তবে তার সীমানা পনেরোটি অলংকার।

কবিতার মতো অলংকারের আয়তনও অনির্দিষ্ট। একটি অলংকার একটিমাত্র শব্দকে আশ্রয় করতে পারে, একটি-দুটি চরণ বা বাক্য জুড়ে থাকতে পারে, কবিতার একটি স্তবক বা ছোটোমাপের একটি কবিতার শরীরেও ছড়াতে পারে। কবিতা বা তার অন্তর্গত স্তবক-চরণ বাক্য শব্দের দুটি রূপ—একটি ধ্বনিরূপ, আর একটি অর্থরূপ। ধ্বনিরূপ ধরা পড়ে কানে, তার আবেদন শ্রুতির কাছে ; অর্থরূপ ধরা পড়ে মনে-মস্তিষ্কে, তার আবেদন বোধের কাছে। কবিতা স্তবক-চরণ বাক্য বা শব্দ উচ্চারিত হলে উচ্চারণজনিত ধ্বনির মাধুর্য সরাসরি শ্রোতার কানকে তৃপ্ত করতে পারে, অথবা অর্থের সৌন্দর্য শ্রোতার বোধকে উদ্দীপিত করতে পারে। ধ্বনির মাধুর্যের নাম, শব্দালংকার আর অর্থের সৌন্দর্যের নাম অর্থালংকার। অলংকারের মূল বিভাগ এই দুটি।

৩৭.৪ সারাংশ

শরীরের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য গয়না দিয়ে শরীরকে সাজানো হয়। তাই, গয়না শরীরের অলংকার। তেমনি, কথাকে সুন্দর করে সাজানোর জন্য যে আয়োজন, তা কথার অলংকার। আর, এই অলংকার দিয়ে সাজানো কথাই কাব্য বা কবিতা।

ভারতবর্ষে অলংকারের ইতিহাস ২১০০ বছরের। প্রথমে ভরতমুনি জানালেন ৪টি অলংকারের কথা, তারপর আচার্য দণ্ডী ৩৬টি এবং ভামহ বামনাচার্যের যুগ পেরিয়ে সবশেষে বিশ্বনাথ কবিরাজ ৭৬টি অলংকারের আলোচনা করলেন। বামনাচার্যের একটি মত, অলংকার হচ্ছে কবিতার শরীরের সৌন্দর্য। বিশ্বনাথ কবিরাজ এই অর্থ ধরেই অলংকার ব্যাখ্যা করলেন, আমরাও এই অর্থ ধরেই বাংলা কবিতায় অলংকারের সন্ধান করব।

একটিমাত্র শব্দ অথবা একটি-দুটি চরণ বা একটি স্তবক, এমনকী একটি গোটা কবিতা জুড়েও থাকতে পারে অলংকার। কবিতা বা স্তবক-চরণ শব্দের দুটি রূপ—ধ্বনিরূপ আর অর্থরূপ। ধ্বনিরূপ ধরা পড়ে কানে, অর্থরূপ ধরা পড়ে মনে-মস্তিষ্কে। ধ্বনির মাধুর্যের নাম শব্দালংকার, অর্থের সৌন্দর্যের নাম অর্থালংকার। অলংকারের মূল বিভাগ এই দুটি।

৩৭.৫ অনুশীলনী

(নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে পৃঃ ৬০-এর উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. কবিতার অলংকার বলতে কী বোঝায়, লিখুন।

২. (ক) পাঁচজন প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকের নাম, তাঁদের গ্রন্থের নাম আর অলংকার-চর্চার কাল (শতক) উল্লেখ করেন।

(খ) কোন আলংকারিকের কোন সূত্রের কী অর্থ ধরে বাংলা কবিতায় অলংকার সন্ধান করা হয় লিখুন।

৩. (ক) একটি কবিতার কতটুকু আয়তন জুড়ে একটি অলংকার থাকতে পারে, লিখুন।

(খ) উচ্চারিত কবিতা বা তার অংশের কী কী রূপ, কোন রূপ শ্রোতার কোন ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে লিখুন।

৪. অলংকারের মূল বিভাগ কী কী, কবিতা বা তার অংশের উচ্চারণ থেকে অলংকার কীভাবে তৈরি হয়—লিখুন।